অসিত সেন
পরিচালিত
চিত্রচয়নের
জোনাকির আলো
25-7-58

চিত্র চয়নের নিবেদন

জোনাকির আলো

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অসিত কুমার সেন** ॥

কাহিনী ও সংলাপ : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চিত্র গ্রহণ : অজয় মিত্র ॥ সঙ্গীত : ভূপেন হাজারিকা ॥ সম্পাদনা : তরুণ দত্ত ॥ আবহ সঙ্গীত : নচিকেতা ঘোষ ॥ সঙ্গীত গ্রহণ : মিনু কাতরাক (বোম্বে) ॥ শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত ॥ রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী ॥ শিল্প উপদেষ্টা : প্রীতিময় সেন (এ্যামেচার) ॥ ব্যবস্থাপনা : পরেশ চক্রবর্ত্তী ॥ শিল্প নির্দ্দেশক : বিজয় বসু ॥ বহিদৃশ্যাবলীর শব্দ-গ্রহণ : মৃণাল গুহঠাকুরতা ॥ গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্ণ দাস (বাউল) ॥ আলোক সম্পাত : হরেন গাঙ্গুলী ॥ পটশিল্পী : বলরাম চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার কয়াল ॥ আবহসঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রচার : ক্যাপস্ ॥ স্থিরচিত্রে : ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী ॥ নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে : লতা মুঙ্গেশকর, ভূপেন হাজারিকা ও পূর্ণদাস (বাউল) ॥

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শিল্পী ও. সি. গাঙ্গুলী, কালীঘাট জনকল্যাণ, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমত ভ গুার, মসাট গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ।

● রূপায়ণে ●

পাহাড়ী সান্যাল. অসীম কুমার, তুলসী চক্রবর্ত্তী, জহর রায়, হরিধন, মনি শ্রীমানি, কানাই গাঙ্গুলী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, পরিতোষ রায়, পূর্ণ দাস, পাজী দাস, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, বানীবাবু, অবিনাশ দাস, সুনীল, বিনয়, মনি. গুরুদাস. রাসবিহারী, রমেশ, ভানু, অনিল সিংহ, মিঃ আগরওয়ালা, মাঃ দেবাশীষ, মাঃ তিলক ও আরোও অনেকে এবং

॥ অনুভা গুপ্তা : বানী গাঙ্গুলী : আশাদেবী ॥

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনায় : সুধময় সেন, অমিত সরকার, পার্থপ্রতিম চৌধুরী ॥ রূপসজ্জায় : নৃপেন চট্টোপাধ্যায় ॥ সাজসজ্জায় : বৈজরাম শর্ম্মা ॥ শিল্পনির্দ্দেশে : সতীশ মুখোপাধ্যায় ॥ আলোক সম্পাত : সুধীর সরকার, সুদর্শন দাস, অভিমনু্য, দুখী, সন্তোষ, মারু, উদয় ॥ চিত্র গ্রহণ : আশু দত্ত. কেষ্ট মণ্ডল ॥ সম্পাদনায় : প্রশান্ত দে ॥ ব্যবস্থাপনায় : ঝণ্টু মালাকার, সুনীল, গোপাল ॥ শব্দ গ্রহণ : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বুমম্যান : পাঁচু মণ্ডল ॥ বহিদৃশ্যাবলীর শব্দগ্রহণে : কালী, মহাদেব ॥

ক্যালকাটা মুভীটোন প্রাইভেট লিমিটেড ষ্টুডিও'তে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীতে আর. বি. মেহেতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত ॥

একমাত্র পরিবেশক : **জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিঃ** ।

প্রাক্-কথন

- আমি ক' বছর চাকরী করলাম কত্তা ?
- তা প্রায় তিরিশ বছর ।
- তিরিশ বছর !! ——— হ্যাঁ, এই তিরিশ বছর ধরে রতনের কাছে দীপ জ্বেলে যাই এর চেয়ে বড় সত্যি আর কিছুই নেই। দীর্ঘদিনের পেশার অভিজ্ঞতা আজ তার কাছে নেশার অভিজ্ঞান—কিন্তু ওই ল্যাম্প-পোষ্টের বাতিগুলোর সঙ্গে সুধুই কি আলো জ্বালার সম্পর্ক রতনের ? ওর মনের হাসিকান্নার পূরবী ভৈরবীর রাগিনীর সঙ্গে, জীবনের প্রতিটি উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে ওই আলোর কম্প্রমান শিখার যে আত্মীয়তা আছে, সে কথা কি আর কেউ জানতো ?

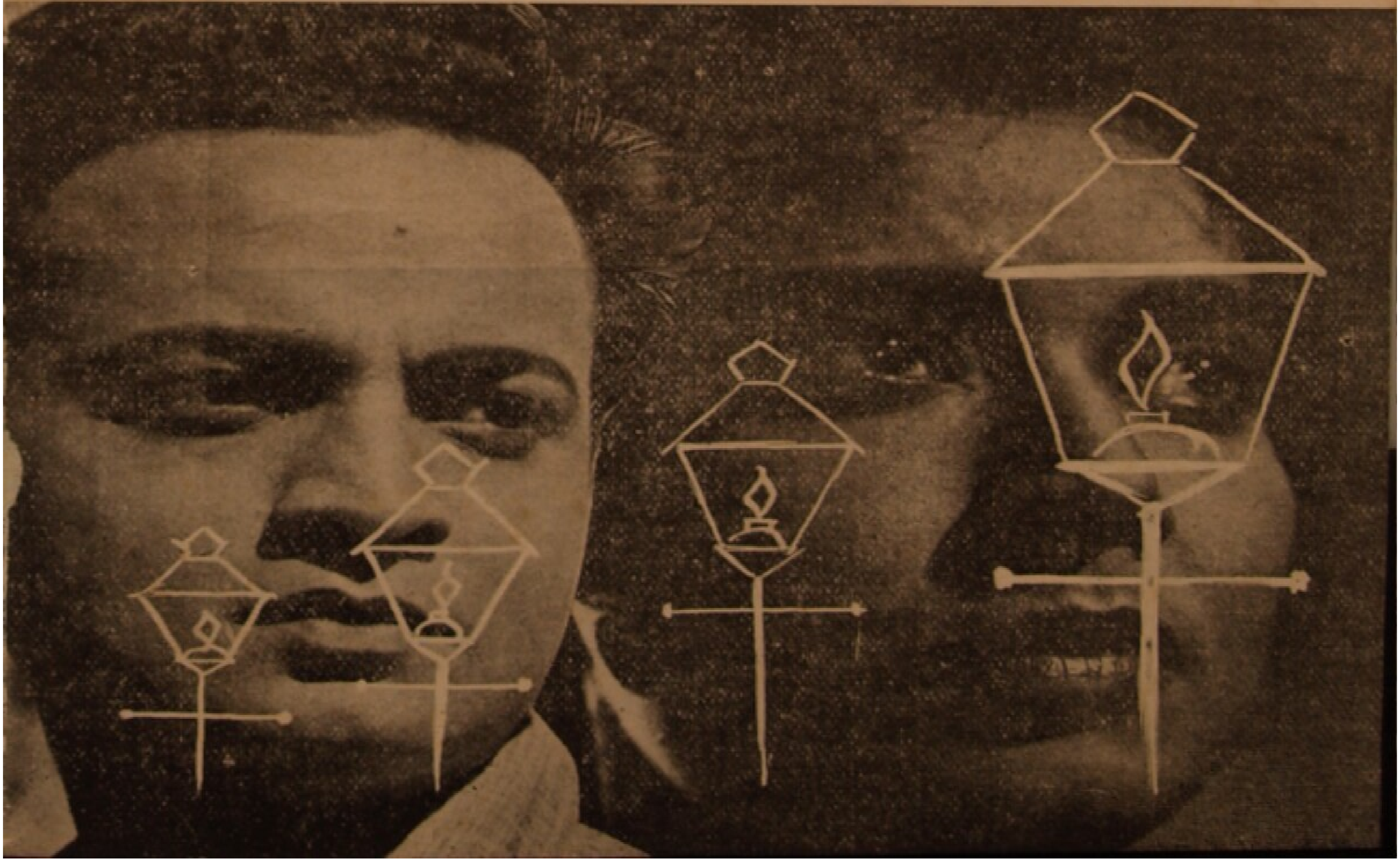

জানতো তার আদরের একমাত্র অরক্ষণীয়া বোন শোভা ; বুঝতো তার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী। জীবনের রাশিচক্রে শনিগ্রহের মতো উদয় হ'লো সহুরে আর্টিষ্ট। শোভা সরল, কিন্তু আর্টিষ্টের মনের গরল'কে ধিক্কার দিল পল্লীসমাজ। অসাধ্য হলেও বাধ্য করল রতন শোভাকে গৃহত্যাগী হ'তে।

বাউল ভাইয়ের একতারার সুর আর কণ্ঠের সুরা'য় শুনলাম— "মন রে তুই কোন পথে চলিস্ ?" গৃহত্যাগের পর বাউল ভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রয় পেলেও শোভার মন অন্ধপথে দাদা'র বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল—কিন্তু অজয় মাষ্টারের মুখর সুসংবাদে তার সেই প্রখর চোখেই আবার জলের ধারা নামল কেন ? আর আমাদের রতন, তিরিশ বছর ধরে শীত গ্রীষ্মে ঝড় জলে যে আলো জ্বেলে বেড়িয়েছে

সারাটা গ্রামের অন্ধকারে জ্যোৎস্নাপক্ষের মতো, তারই বা আজ হ'লো কি? অজয় মাষ্টারের চেষ্টায় এমন কোন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন গ্রামের বিজনতাকে জনতার আনন্দ ধারায় করে তুললো শুভমস্তু, যে পরিবর্ত্তন'কে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারলো না রতন? সংস্কারের কুনীতে যার আলো জ্বালা মনেও অন্ধকারের অজ্ঞতা, সভ্যতার প্রগতিমন্ত্রে বিজ্ঞানের শুভপদক্ষেপের চমৎকৃতীও কি আশ্বস্ত করতে পারলো না তাকে? অন্ততঃ নিজের ছেলে, আগামীদিনের বিশুর মুখের দিকে চেয়েও কি রতন সেই ভবিষ্যত অবশ্যম্ভাবীর উজ্জ্বল পূর্ব্বাভাষকে চিনে নিতে পারলো না? অতির কাছে নতি, তার জন্যে কেন এই দ্বিধা? সুনিশ্চিতের সুনীতির সঙ্গে রতনের মনের এই সঙ্কীর্ণ সংগ্রাম; যার বিচিত্র উত্তরমালা "জোনাকীর আলো" চিত্রায়নের রূপ ও বাণীতে॥

গান

(১)

ওহো মাছরাঙা পাখাতে তোর
কোথায় পেলি রং
কেন তোর মত আমার প্রাণে
দেয় না বিধি রং
বল করিস কেন ঢং।
মাথার ওপর আকাশ
হ'ল যে ঐ নীল
পায়ের তলে ঢেউ
রোদে ঝিলিমিল
কিছুই যেন জানিস্ না তুই
করিস এমন ছল।
সে এক মৎস্য কন্যা, পাবেরে তোর
রূপে ভোলার ফল।

ওহো প্রজাপতি পাখাতে তোর
কোথায় পেলি রং
কেন তোর মত আমার প্রাণে
দেয় না বিধি রং
বল করিস কেন ঢং।
গিদিমের পীরিতি যে বড়ই জ্বালাময়
জানি জানি জানি ওরে সে তোর মরণ হয়
আহা প্রজাপতি তোর পাখা হতে
ধার করেছি রং
আজ তোর মত আমার প্রাণে
দিলেন বিধি রং
আমি করবো এবার ঢং।

(২)

মন রে কেন ভাব মিছে
এ জগতটা বিষম গোলমেলে।
এ দু'টি দিন
কাটাও হেসে খেলে॥

(৩)

দয়াময়ের দয়া ছাড়া
দয়া কারো আছে রে।
তার দয়াতেই সবাই বাঁচে
কার দয়া কে যাচে রে॥

(৪)

পরের লাগি পরাণ কাঁদিছে ওগো সখী।
হরি কখনো হয় আপনার
সখী মনতো আমার জেনেছে
পরাণ কাঁদিছে।

(৫)

উড়কি ধানে মুড়কি দেব
শালী ধানের খৈ
ও বুড়ো শিব খাওনা
সাড়া কেন দাওনা, খাওনা
উড়কি ধানের মুড়কী দেব
শালী ধানের খৈ।
আর চাঁপাকলার সাথে দেব
চিনি পাতা দৈ॥
আমারও শিব আছে
উপোস করে আছে
তারি আশায় পরাণ আমার
নাচে তাতা থৈ।
তারে তোরা দিস্‌রে খেতে
শালী ধানের খৈ।
আর চাঁপাকলার সাথে দেব
চিনি পাতা দৈ॥

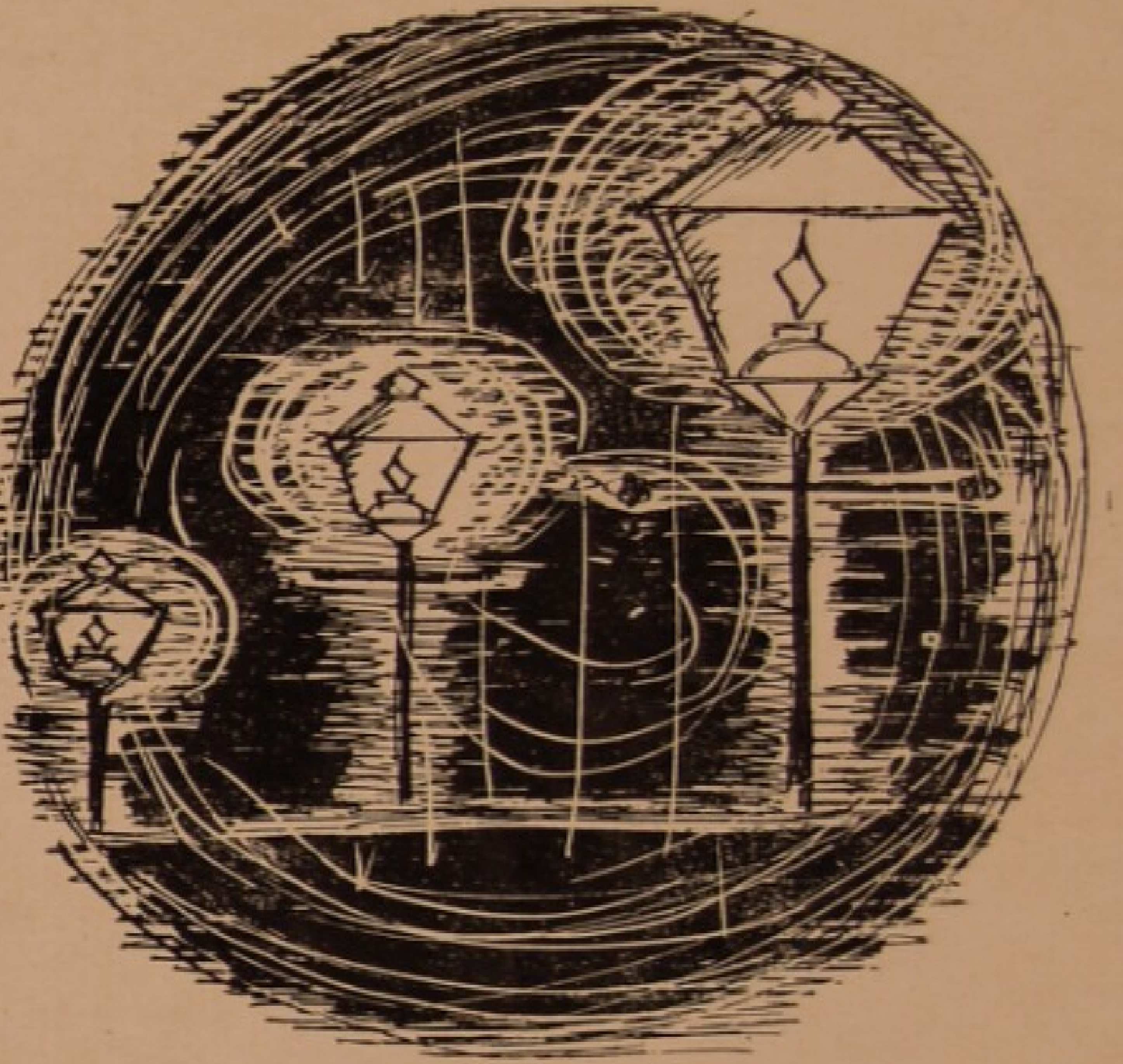

(৬)

তুই কোন পথে চলিস
কোন কথা বলতে গিয়ে।
ভোলামন কোন কথা বলিস
ভোলামন কোন পথে চলিস॥

(৭)

আহা চখাচখি পক্ষীরা কান্দে
বালুতে পড়িয়া
আর এই না গাঁয়ের বাদুর কাঁদেও
আর কালরা'তি যাপিয়া···মাঝিও।
শোন জোনাকির কন্যা রে
মানুষেরও দয়া নাই তোমা'রি লাগিয়া।
পিদিমেতে নাই রে আলো
কাঁদি আন্ধার ঘরে
আর যে না নারীর পুরুষ নাই'ও
তার রূপে কি কাম করে মাঝিও
আঁন্ধার রাতির মানুষ সব
যেদিন চান্দা উদয় হয়
জোনাক তোমায় ভুলিয়া রয় রে॥

আমাদের পরবর্তী আকর্ষণ !

জনতা পিক্‌চার্স এ্যাণ্ড থিয়েটার্স লিমিটেড।

জনতা পিক্‌চার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিমিটেড, ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে প্রকাশিত এবং
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।